অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিপর্যস্ত বরিশাল বিএনপি,দলীয় রোড মার্চ কর্মসূচিতে সংঘর্ষের শঙ্কা

বরিশাল বিএনপির নেতাদের দলের আন্দোলন নিয়ে তাদের তেমন কোনো মাথা ব্যাথা নেই। ব্যস্ত কমিটি বাণিজ্য আর অর্থের ধান্ধায়। বরিশালের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় দুই নেতার এই বিরোধ এখন বরিশাল মহানগর ও জেলা বিএনপি থেকে শুরু করে বরিশালের ১০টি উপজেলা, সাতটি পৌরসভাসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিরোধ এতোটাই প্রকট যে, অসংখ্য গ্রুপে বিভিক্ত বিএনপি দলীয় কর্মসূচিও পালন করে আলাদা আলাদা। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর বরিশালে রোড মার্চ কর্মসূচি নিয়ে সংঘর্ষের শঙ্কায় বিএনপির নেতাকর্মীরা। তাদের আশঙ্কা, দলীয় কোন্দলের কারণে কর্মসূচির মধ্যে সংঘর্ষে জড়াতে পারে কেন্দ্রীয় দুই নেতার অনুসারীরা। তবে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে অরাজকতা করলে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতারা।

বরিশাল বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল বিএনপিতে বিরোধের নেপথ্যে কেন্দ্রীয় দুই নেতা। এদের একজন হচ্ছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব মজিবুর রহমান সারোয়ার ও অন্যজন কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস নাহার শিরিন। তারা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে স্থানীয় বিএনপিকে নিজেদের পকেটে ঢুকিয়েছেন। তাদের এই বিরোধকে কেন্দ্র স্থানীয় বিএনপিতে এখন অন্তত আরও ছয়টি উপ-গ্রুপ আছে। স্থানীয় বিএনপির এসব গ্রুপ এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ঘায়েল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

বিশেষ করে সারোয়ার গ্রুপকে চাপে রাখতে শিরিন গ্রুপের হয়ে কাজ করছে উপ-গ্রুপগুলো। অন্যদিকে সারোয়ার গ্রুপ নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে কেন্দ্র থেকে প্রভাব খাটিয়ে আর্থিক অনিয়মের তথ্য প্রমাণসহ বরিশাল জেলা (দক্ষিণ) কমিটি ভেঙ্গে নিজেদের লোকজনদেরকে দিয়ে নতুন আহবায়ক কমিটি গঠন করেছে। এ নিয়েও এখন দুই পক্ষের মধ্যে দা-কুমড়া সম্পর্ক বিরাজ করছে। কেউ কারো মুখ পর্যন্ত দেখছেন না।

স্থানীয় বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল মহানগর ও জেলা বিএনপির

নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস নাহার শিরিন। অন্যদিকে মজিবুর রহমান সারোয়ার দিচ্ছেন আরেকটি গ্রুপের নেতৃত্ব। তার সঙ্গে রয়েছে দক্ষিণ জেলা বিএনপির কমিটি।

বরিশাল বিএনপিতে শুধু কেন্দ্রীয় এই দুই নেতার গ্রুপই নয়, সক্রিয় আছে আরও অন্তত ছয়টি গ্রুপ। এরমধ্যে একটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির যুগ্ম-আহবায়ক মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। অন্য গ্রুপগুলোর মধ্যে একটির নেতৃত্বে আছেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এবায়দুল হক চান, আরেক গ্রুপে আছেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রয়াত মেয়র আহসান হাবিব কামাল। এই গ্রুপের নেতৃত্বে আছেন জেলা দক্ষিণ বিএনপির বর্তমান আহবায়ক মুজিবুর রহমান নান্টু। অপর গ্রুপের নেতৃত্বে আছেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম খান রাজন।

গত কয়েক বছর ধরে বরিশাল বিএনপির নেতৃত্বে থাকা দুই কেন্দ্রীয় নেতার প্রকাশ্য বিরোধের কারণে স্থানীয়ভাবে দলের কেন্দ্রের কর্মসূচি পালন হচ্ছে পৃথক পৃথক ভাবে। দুই নেতার বিরোধের মূল কারণ আধিপত্য বিস্তার। এ কারণে দুই নেতাই নিজেদের দল ভারী করতে ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাকর্মীর বদলে বিএনপির বিভিন্ন কমিটিতে এমন লোকজনদের স্থান করে দিয়েছেন যারা সংগঠনের ধার ধারে না। তাদের প্রত্যেককেই কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে। টাকার বিনিময়ে কমিটিতে জায়গা দেওয়ার বিষয়ে এগিয়ে আছেন বিলকিস নাহার শিরিন।

বরিশাল জেলা বিএনপির অধীন গৌরনদী উপজেলা ও পৌরসভা, মুলাদী উপজেলা ও পৌরসভা এবং হিজলা উপজেলা কমিটিতে যাদেরকে নেওয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই মোটা অংকের টাকা দিয়ে কমিটিতে জায়গা করে নিয়েছেন। এর প্রতিবাদে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা গৌরনদীতে ঝাড়ু মিছিল করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মুলাদী এবং হিজলাতেও একইভাবে টাকার বিনিময়ে কমিটিতে লোকজন ঢুকানোর কারণে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।

আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে কমিটি করা নিয়ে সারোয়ার-বিলকিস দ্বন্দ্ব এতোটাই প্রকট যে, সারোয়ার তার প্রভাব কাটিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিকে দিয়ে বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপির কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি করিয়েছেন। পূর্বের কমিটি ছিল বিলকিসের অনুসারী। এতে আহবায়ক ছিলেন মুজিবুর রহমান নান্টু ও সদস্য সচিব ছিলেন আক্তার হোসেন মেবুল।

অভিযোগ ছিলো, এই কমিটি দক্ষিণ জেলা শাখার অধীন বাকেগঞ্জ উপজেলা, পৌরসভা এবং ওই উপজেলার ১৪টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করেছেন অর্থের বিনিময়ে। এতে ত্যাগী নেতাকর্মীরা স্থান পায়নি। বরং যারা টাকা দিয়েছে বা যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন তাদেরকেই কমিটিতে স্থান করে দিয়েছেন বিলকিসের অনুসারীরা।

এই অভিযোগের সূত্র ধরে সারোয়ার কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে দক্ষিণ জেলা কমিটিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি করেন। এতে সারোয়ারের অনুসারী সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হোসেনকে আহবায়ক এবং জেলা কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম শাহীনকে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এখন বরিশাল মহানগর ও জেলা বিএনপিতে সারোয়ারের একমাত্র অনুসারী হচ্ছে দক্ষিণ জেলা কমিটি। বাকী সবগুলো কমিটিই বিলকিসের অনুসারী। অন্যদিকে বরিশাল মহানগর যুবদল ছাড়া মহানগর বিএনপি অন্য অঙ্গসংগঠনগুলো সারোয়ারের পক্ষে।

এদিকে বরিশাল সিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মহানগর বিএনপির যে ১৮ জন নেতাকে দল থেকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার করা হয়েছিল তাদের সবাইকে আবারও দলে ভিড়িয়েছেন বিলকিস নাহার শিরিন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তিনি ব্যক্তিগত সুবিধা নিয়ে বহিস্কৃত নেতাদের দিলে নিয়েছেন নিজের পাল্লা ভারী করতে। এ নিয়েও সারোয়ার-বিলকিস বিরোধ তুঙ্গে। সারোয়ার অনুসারীরা বলছেন, এই ১৮জনকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নির্দেশে বহিস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু বিলকিস তাদেরকে দলে ভিড়িয়ে শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ করেছেন।

এদিকে সরকার বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর বরিশালে রোড মার্চ করবে বিএনপি। কিন্তু দলের ভিতরে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে সেই কর্মসূচি সফল করা নিয়ে শঙ্কিত মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। স্থানীয় বিএনপি কর্মী মিনার মাহমুদ বলেন, দলের নেতারা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দে লিপ্ত। তাদের পক্ষে আন্দোলন করে সরকার পতন সম্ভব না। তিনি বলেন, জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়নে যেসব কমিটি গঠন করা হয়েছে সেগুলোতে টাকার বিনিময়ে বিভিন্নজনকে কমিটিতে ঢুকানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা যারা সাধারণ কর্মী, মাঠের কর্মী তাদের সমস্যা সবচেয়ে বেশি। নেতাদের বিরোধের কারণে আমাদের অবস্থা খারাপ।
আরেক কর্মী লোকমান হোসেন বলেন, নেতারা যেভাবে মহানগর ও জেলা কমিটিতে বিরোধ তৈরি করে রেখেছে তাতে সরকার পতন তো দূরের কথা আন্দোলনই তো করতে পারবে না। তিনি বলেন, ত্যাগী নেতাকর্মীদের

বঞ্চিত করে কোনো আন্দোলন সফল হয় না।

বিএনপির এই অভ্যন্তরীন বিরোধ সম্পর্কে জানতে চাইলে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস নাহার শিরিন বলেন, ‘আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আর বরিশাল মহানগর এবং বরিশাল উত্তর ও দক্ষিণ জেলা কমিটিসহ সকল কমিটি আমার অধীনে। এখানে কোনো বিরোধ নেই।’

অর্থের বিনিময়ে কমিটি করার কারণে দক্ষিণ জেলা কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে সারোয়ার অনুসারীদের দিয়ে কমিটি করা হয়েছে। এ বিষয়ে শিরিন বলেন, ‘এসব কে বলেছে? এগুলো সত্য নয়। কমিটি বিলুপ্ত সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে না পারায়। আর অন্য কারো লোক দিয়েও কমিটি করা হয়নি। সবাই আমার লোক। তাছাড়া ১৬ বছর ধরে দল ক্ষমতায় নাই। তাহলে টাকা পাবে কোথায়?’

এদিকে বিএনপির রোড মার্চ কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে চাইলে বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তালুকদার মো. ইউনুস বলেন, ‘বিএনপির এসব কর্মসূচি আগেও হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। ভবিষ্যতেও সাধারণ মানুষের কোনো সম্পৃক্ততা থাকবে না।’ তিনি বলেন, বিএনপি নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ সংঘাতে ব্যস্ত। তারা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন কমিটিতে লোক ঢুকিয়ে দল ভারী করার চেষ্টা করছে। এতে কোনো লাভ নেই।’

আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের বরিশাল জেলা ও মহানগর সহ বিভিন্ন শাখা ও ইউনিটের নেতাকর্মীরা রাজপথে থাকবে। আন্দোলনের নামে বিএনপির যে কোনো সহিংসতা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিহত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন আওয়ামী লীগের এই নেতা।

সত্যবাদী কে? বিএনপি নাকি গণতন্ত্র মঞ্চ?

বর্তমান সরকারের পতনের এক দফা দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। গণতন্ত্র

মঞ্চের নেতারা বলছেন, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া একদফার আন্দোলন চালিয়ে নিতে বলেছেন। অথচ বিএনপির মহাসচি এই দাবি প্রত্যাখান করেছেন। বলেছেন, খালেদা জিয়া কোনো নির্দেশনা দেননা। মির্জা ফখরুলের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। দুই শরিক দলের মধ্যে পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে রীতিমত দ্বিধাদন্ধে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। তারা বলছেন- খালেদা জিয়ার ঘোষণা নিয়ে কেন সত্য বলছেন আর কে মিথ্যা বলছেন? এর উত্তর খুঁজছেন তারা।

গত মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যান জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, ভাসানী অনুসারী পরিষদের আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম বাবুল, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম।

খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ শেষে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না সাংবাদিকদের বলেন, ‘খালেদা জিয়া বলেছেন আপনারা যারা বাইরে আছেন তারা সবাই মিলে আন্দোলন করেন। আমি দেখতে চাই আপনার আন্দোলন করছেন, আন্দোলন করতে হবে। আমাদের এই আন্দোলনে ওনার সমর্থন আছে। আমাদের একজন নেতা বলেছেন সরকার একটা নির্বাচনের জাল বিছানোর চেষ্টা করছে। উনি বলেছেন, কোনো অবস্থায় এই সরকারের অধীনে নির্বাচনী ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।’

চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এখন দলীয় কোনও নির্দেশনা দেন না বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালে নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন। মির্জা ফখরুল বলেন, ‘খালেদা জিয়া আন্দোলনের কোনো নির্দেশনা দেন না। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আছেন, স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে- সেভাবেই দলের সিদ্ধান্ত হয়। চেয়ারপারসন অসুস্থ। তিনি কোনো দলীয় নির্দেশনা দেন না। তাকে নিয়ে এসব কাজ করবেন না।’

এবিষয়ে জানতে চাইলে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, ‘আমি সেদিনই বলেছি, খালেদা জিয়া রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার পরিস্থিতিতে নেই। আমরা তার কাছে পরিস্থিতি

ব্যাখ্যা করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কিছু কথা বলেছেন। বলেছেন, আন্দোলন বিশেষ কোন দলের না। দেশে যেনো আর কোনদিন এরকম পরিস্থিতি না আসে সেটার জন্য আন্দোলন।’বিএনপির মহাসচিব তাহলে খালেদা জিয়া কোন সিদ্ধান্ত দেন না বলে সাংবাদিকদের কাছে দাবি করলেন কেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘হয়তো ডে-টু-ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি নেই বলে একথা বলেছেন।’

বিশেষ সুবিধা ভোগের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে এক দফা আন্দোলন করলেও বিএনপি ও গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের মুখোশ জনগণের সামনে উন্মোচন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নূহ উল আলম লেনিন। তিনি বলেন, ‘ওদের সিদ্ধান্ত আসে লন্ডন থেকে। খালেদা জিয়া যদি বলে থাকেন যে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন নয়- তবে সেটা তিনি কতটুকু জেনে বলেছেন তা বিবেচনার বিষয়। কেননা তিনি ততটুকুই জানেন, যতটুকু তার নেতারা তাকে জানায়। একেক নেতা একেক জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দিয়ে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করছেন, তাদের নিজেদের মধ্যেকার দূরত্ব জনগণের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে ‘

গত ৯ই আগস্ট শারীরিক অসুস্থতার কারণে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বেগম খালেদা জিয়াকে। এরপর থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। ৭৮ বছর বয়সী বিএনপি নেত্রী লিভার সিরোসিস, আর্থাইটিস, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদযন্ত্রে জটিলতা, ফুসফুস, চোখ ও দাঁতের নানা সমস্যায় ভুগছেন। এছাড়া তার মেরুদণ্ড, ঘাড়, হাত ও হাঁটুতে বাতের সমস্যাসহ আরও কিছু শারীরিক জটিলতা রয়েছে।

দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হয়ে খালেদা জিয়া ২০০৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদন্যতায় ২০২০ সালের ২৫ মার্চ তাকে সাময়িক মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর থেকে খালেদা জিয়া তার গুলশানের বাসায় অবস্থান করছেন। আর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

খালেদার অসুস্থতা ও আন্দোলন নিয়ে বিএনপির লুকোচুরি

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এতোটাই অসুস্থ যে মাসাধিকাল ধরে তিনি এভারকেয়ারে চিকিৎসাধীন আছেন। দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার সাথে সাক্ষাতে যান এবং প্রতিবারই ফিরে এসে এমন কাতর কণ্ঠে তার মুক্তি দাবি করেন। মঙ্গলবার রাতে যখন গণতন্ত্র মঞ্চের শীর্ষ নেতারা এভারকেয়ারে গেলেন তখন সাংবাদিকসহ বিএনপির নেতাকর্মীরাও উৎসুক ছিলেন।

সেই রাতে যখন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা হাসপাতালে অপেক্ষা করছিলেন খালেদা জিয়ার সাক্ষাতের। তখনই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবাই বলছিলেন- ‘আর বেশিক্ষণ না। অল্পক্ষণেই জানা যাবে আসলে কী পরিস্থিতি। কেনো নেতারা ছুটে গেছেন দেখা করতে।’ আশ্চর্যের বিষয়
– নেতারা বেরিয়ে এলে বিভ্রান্তি কমবে ভাবছিলেন যারা, কিন্তু নেতাদের বক্তব্য শুনে তারা তারচেয়েও বেশি বিভ্র্রান্তিতে পড়েছেন। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে- বাংলাদেশের সাবেক একজন প্রধানমন্ত্রী তাকে নিয়ে আসলে কী ঘটে চলেছে। এই বয়সে যতগুলো জটিল সমস্যা নিয়ে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন, তার নেতাকর্মীরা কি আদৌ সহমর্মী? নাকি রাজনীতিতে তাকে এই মুহূর্তে ব্যবহারের কথা ভেবেই তারা হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার দিনগত রাত ১০টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান নেতারা। খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বেরিয়ে হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারা। এ সময় নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না সাংবাদিকদের বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত অসুস্থ। রাজনৈতিক কথা বলার মতো অবস্থায় নাই। আমরা কথা বলেছি, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। তাকে জানিয়েছি, আমরা এক দফার আন্দোলন করছি। সামনের মাসে আন্দোলন জোরদার করব।’ মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, “তিনি (খালেদা জিয়া) বলেছেন, ‘আপনারা যারা বাইরে আছেন, তারা সবাই মিলে আন্দোলন করেন। আমি দেখতে চাই, আপনারা আন্দোলন করছেন, আন্দোলন করতে হবে।’ আমাদের এই আন্দোলনে তাঁর সমর্থন আছে। তিনি (খালেদা জিয়া) বলেছেন, কোনো অবস্থায় এই সরকারের অধীনে নির্বাচনি ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।”

লক্ষ্য করুন মাহমুদুর রহমান মান্না বলছেন, ‘রাজনৈতিক কথা বলার মতো অবস্থায়’ নেই। তাহলে? তারপরে তিনি বলছেন, খালেদা জিয়া ‘আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলেছেন’, খালেদা জিয়া নির্বাচনের ফাঁদে পা না দিতে বলেছেন’। এই পরের কথাগুলো মাহমুদুর রহমান মান্নার কাছে অরাজনৈতিক কথা? এগুলো খালেদা জিয়া সত্যিই বলেছেন তো? বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বারবার বলছেন, উনি ‘খুব অসুস্থ’। হাসপাতালে খুব অসুস্থ মানুষ খালেদা জিয়ার বরাত দিয়ে সেদির রাতে হাসপাতালের বাইরে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম বলেন, ‘তিনি (খালেদা জিয়া) বলেছেন, দেশকে বাঁচাতে হলে এই আন্দোলনটা করতে হবে, দেশকে রক্ষা করতে এই আন্দোলনে বিজয়ী হতে হবে।’

এদিন হাসপাতালে খালেদা জিয়াকে দেখতে যাওয়া গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের মধ্যে ছিলেন- জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, ভাসানী অনুসারী পরিষদের আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম বাবুল ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন সমন্বয়ক এডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম। তাদের প্রত্যেকের কথায় ছিলো ‘খালেদা জিয়া আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলেছেন’।

গত ৯ আগস্ট শারীরিক অসুস্থতার কারণে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বেগম খালেদা জিয়াকে। এরপর থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। ৭৯ বছর বয়সী সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী লিভার সিরোসিস, আর্থাইটিস, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদযন্ত্রে জটিলতা, ফুসফুস, চোখ ও দাঁতের নানান সমস্যায় ভুগছেন। এছাড়া তার মেরুদণ্ড, ঘাড়, হাত ও হাঁটুতে বাতের সমস্যাসহ আরও কিছু শারীরিক জটিলতা রয়েছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে এভার কেয়ার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য দিতে চায় না। গণমাধ্যমকে নিয়মিত তথ্য জানান খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ। মঙ্গলবার যে নেতারা রাতে হাসপাতালে সাক্ষাত করেছেন এবং গণমাধ্যমে কথা বলেছেন তাদের বক্তব্য উৎসুক মানুষের মনে বিভ্রান্তি কমাতে পারেনি, বরং বেড়েছে।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নব গঠিত কমিটির শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে ছাত্রদলের মেহেরপুর জেলা কমিটি ঘোষণা করাতে আজ বুধবার বিকালে মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান ও সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা ও শো-ডাউন করে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল।

শোভযাত্রায় মেহেরপুর জেলার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কয়েক হাজার নেতাকর্মীর সমাগম ঘটে।

জেলা বিএনপি সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শোভাযাত্রাটি মেহেরপুরের কাথুলি বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে মুখার্জি পাড়ায় এসে শেষ হয়।

এ সময় পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস সহ নবগঠিত ছাত্রদল জেলা কমিটির কমিটির সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন, সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী শাকিল, নাহিদ মাহাবুব সানি,নাজমুল হক শান্তি,জুয়েল রানা, রেজওয়ানুল হক ইমন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, যুগ্ম সম্পাদক আমির হাসান হিমেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সাঈদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রিপন হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, প্রচার সম্পাদক রাব্বির হোসেন সহ জেলা ছাত্রদলের সকল ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ভুল সময়ে বিএনপির ভুল কর্মসূচি, নেতৃত্বে হতাশা

আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনিছুর রহমান। অক্টোবরে নির্বাচনী তফসিলও ঘোষণা হয়ে যাবে। এখন সময় নির্বাচনে কীভাবে অংশ নিবে এবং কারা সম্ভাব্য দলীয় প্রার্থী হবে তার হিসেব নিকেশের। সেখানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এখন এসে রোডমার্চের মতো কর্মসূচি দিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করার কথা ভাবছেন। সরকার পতনের একদফা দাবি আর এই রোডমার্চ এখন সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরের কর্মসূচি। সময়ের কাজ সময়ে না করার খেসারত এর আগেও দলটিকে দিতে হয়েছে বলে মন্তব্য তাদের।

সরকার পতনের একদফা দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই রাজপথে আন্দোলনে আছে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো। দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করতে এবার টানা কর্মসূচি দিয়েছে। কিন্তু সংগঠিত হতে পারেনি। এবার অক্টোবরকে সামনে রেখে চূড়ান্ত আন্দোলনের আগে ওয়ার্মআপ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিএনপির তিন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলার নেতাদের সর্বশক্তি নিয়োগের বার্তা দেয়া হবে রোডমার্চ থেকে।

পরিকল্পনা মোতাবেক বলা হচ্ছে, পাঁচ বিভাগের পর ঢাকা বিভাগে সর্বশেষ রোডমার্চ করবে। এসব রোডমার্চ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবে বিএনপির তিন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল। এনিয়ে নিজেদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির একাধিক নেতা। তারা বলছেন, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে এসব এলাকাভিত্তিক রোডমার্চ এর কথা বলা হচ্ছে কিন্তু এখন আর বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সেই সামর্থ নেই যে টানা কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

বলা হচ্ছে, তারুণ্যের রোডমার্চের পর অক্টোবরের শুরুতেই ঢাকায় মহাসমাবেশের ঘোষণা আসতে পারে। সেই মহাসমাবেশ থেকে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচনের দাবি মেনে নিতে সরকারকে সময় বেধে দেয়া হতে পারে। যদিও তৃণমূলের নেতারা বলছেন, এর আগে বহুবার আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছিল সরকারকে। সেসব কোন কাজেই আসেনি। ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং তৃণমূলের কর্মীদের কাছে নানাভাবে

হেয় হতে হয়েছে নেতৃত্বদের। বিএনপির তৃণমূ্লের নেতারা বলছেন, আল্টিমেটাম দিয়ে এখন আর কোন কাজ হবে না। সে সময় পেরিয়ে গেছে। বিএনপিকে এমন কিছু করতে হতো গত একবছরে যাতে করে সরকার তাদেরকে ছাড়া নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিতে পারে।

এখন আর এই কর্মসূচি কোন কাজেই আসবে না উল্লেখ করে খুলনা বিভাগের এক বিএনপি নেতা বলেন, এটা আরও একবছর আগের কর্মসূচি। তখন থেকে কর্মসূচিগুলো পালন করলে এখন এসে সেটা এমন একটা জায়গায় যেতো যে সরকার প্রতিদিন টেবিলে বসতে বাধ্য হতো সমঝোতার জন্য। ফলে এই কর্মসূচি নিয়ে আমরা খুব আশাবাদী নই।

এবিষয়ে জানতে চাইলে স্থায়ী কমিটির এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘আমরা এখন চাই আমাদের একদফা মেনে নিতে হবে। অক্টোবরে চূড়ান্ত আন্দোলন। তার আগে তৃণমূলকে এই চূড়ান্ত আন্দোলনের সাথী করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সময় চলে যায়নি, সময় শুরু। তবে আগামী মাসের মধ্যে বুঝা যাবে খেলা কোনদিকে এগুচ্ছে’।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলাম লেখক সুভাষ সিংহ রায় বলেন, ‘বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল না, এটাকে আমি বলি বিরোধী মহল। এজন্য তারা দেশবিরোধী কাজ করবেই। যারা ক্ষমতা থেকে ১৭ বছর ধরে বাইরে আছে তারা যেকোনভাবে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে চেষ্টা করবে। ওদের কাছ থেকে এধরনের কর্মসূচি আসায় আমি বিস্মিত না। তবে আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, তারা যদি রাজনৈতিক সক্ষমতা দেখাতেই চায় তাহলে একইদিনে সব বিভাগে কর্মসূচি করে সক্ষমতা দেখাক। অন্য বিভাগ থেকে জেলা থেকে লোক জড়ো করে কর্মীদের উজ্জীবিত করার এটা অপচেষ্টা। আওয়ামীলীগ যখন বিরোধী অবস্থানে ছিলো তখন ২০০৪ সালে একইদিনে কর্মসূচি করে দেখিয়েছে। বিএনপির সেই শক্তি নেই। নির্বাচনের আগে সরকার যখন তার কাজগুলো গুছিয়ে নিয়ে এসে একের পর এক মেগা প্রজেক্ট উন্মোচন করছে তখন দেশকে অস্থিতিশীল করা বিএনপির অপরাজনীতি ছাড়া কিছু না ‘

বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের এক দাবির মাঝে যুক্ত হচ্ছে লেজ

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে যুগপৎ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীতে গণমিছিল করেছে বিএনপি। সরকারের পদত্যাগসহ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক দফা দাবি আদায়ের কথা বললেও বিএনপি প্রায়শ একটা দুটো দাবি লেজ আকারে জুড়ে দিচ্ছে। বিএনপির সব নেতার সাথে বসে সিদ্ধান্ত না নিয়ে হুট করে নতুন দাবি তোলা দলটির অভ্যন্তরীণ মন কাষাকষির কারণে হচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে শরিক দলগুলোর একাধিক দায়িত্বশীল নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ২৯ জুলাই ঢাকার চার প্রবেশমুখে বিএনপির সমন্বয়হীন অবস্থান কর্মসূচি নিয়ে বারবার নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে। ২৮ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে হুট করে ঘোষণা করে দেওয়া হয় এই কর্মসূচি। এই আন্দোলন নিয়ে আগাম কোনো আলাপ আলোচনা যুগপৎ এর মধ্যে হয়নি। এধরনের সমন্বয়হীনতার বিষয় বিএনপির নেতারা বারবারই করছেন। যুগপৎ এর নেতারা বলছেন, বিএনপি এরকম করছে এবং সামনের দিনে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার আশ্বাস দেন। এ ছাড়া শরিক দলগুলোর কোনো কোনোটির কাছ থেকে ভবিষ্যতে আন্দোলনের বিশেষ মুহূর্তে কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ শরিকদের যুক্ত করা বা সময়মতো অবহিত করার পরামর্শ এসেছে।

সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে যায় বিএনপিসহ ৩৬ রাজনৈতিক দল। গত জুলাই মাসে এসব দলে যারা যুক্ত হয় তাদের অধিকাংশ বিএনপির সমমনা দল। যুক্ত হয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য। এর পরেই এক দফা আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সেসময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গণমাধ্যমকে বলেন, ‘শিগগিরই আমরা এক দফা আন্দোলন শুরু করব। অর্থাৎ বিএনপির ১০ দফা ও যুগপৎ আন্দোলনে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দফাগুলো মিলিয়ে এক দফা করা হয়েছে। অবৈধ সরকারের পদত্যাগ, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং বর্তমান নির্বাচন কমিশন বাতিল করে নতুন কমিশনের অধীনে নির্বাচন। এখন এসব দাবি নিয়ে একটা জায়গায় আমরা এসেছি। সেটা মূলতই এই অবৈধ সরকারের পদত্যাগের দাবি’।

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন, যদি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একদফা দাবিতেই লাগে তাহলে বিএনপি একেক সময় একেকটি দাবি যুগপৎ এর কর্মসূচিতে কীভাবে যুক্ত করে? যুগপৎ আন্দোলনের শরিক বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, “আমরা এখন যারা যুগপৎ আন্দোলনে আছি তারা লিয়াজো কমিটির মাধ্যমে কাজ করছি। বিক্ষোভ, অবরোধ, ঘেরাও ও হরতালসহ সব কর্মসূচিই আমাদের বিবেচনায় আছে। আমাদের দাবি একটা। এর সাথে পৃথক দাবি যার যার দলের থাকতে পারে। যুগপৎ কর্মসূচির বাইরেও আমাদের নিজস্ব কর্মসূচি থাকবে।” যদিও বিএনপি নেতা রিজভী বারবারই যুগপৎ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করতে গিয়ে একাধিক দাবি ঘোষণা দিয়ে দেন।

আরেকটি বিষয়েও যুগপৎ এর সঙ্গে তথ্যগত লুকোচুরি করছে বিএনপি। যুগপৎকে না জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির বিরুদ্ধে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জামায়াতে ইসলামীর এক সিনিয়র নেতা জানান, ‘আমরা সাথে আছি বলছি না। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত চূড়ান্ত আন্দোলনে নেতাকর্মীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশনা দেওয়া আছে। সবগুলো দল নামনে তখন আমরাও মাঠে থাকবো।

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

আলোচনা সভা ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টায় মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের আয়োজনে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা

বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন এর সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা লায়লা আরজুবান বানু, সিনিয়র সহ-সভাপতি পলি খাতুন বেদানা, সহ-সভাপতি সাবিয়া আক্তার সহ জেলা মহিলা দলের নেতৃবৃন্দরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, ‘প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অঙ্গীকার, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। এই সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচন নয়। গায়েবী মামলা, হামলা করে আমাদের দমানো যাবে না।’

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নতুন কমিটি; সেনজির সভাপতি, বিপ্লব সম্পাদক

আকিব জাভেদ সেনজিরকে সভাপতি ও সাজেদুর রহমান বিপ্লবকে সাধারণ সম্পাদক করে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের ১৫ সদস্যের আংশিক কমিটি অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার (০৭ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান ও সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল এ কমিটি অনুমোদন দেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সিনিয়র সহসভাপতি আলমগীর হোসেন, সহসভাপতি তৌফিক এলাহি শাকিল, নাহিদ মাহবুব সানি, নাজমুল হক শান্ত, জুয়েল রানা, রেজওয়ানুল হক ইমন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, যুগ্ম সম্পাদক আমির হাসান হিমেল ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সাঈদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রিপন হোসেন, রাসেল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, প্রচার সম্পাদক রাব্বী হোসেন।

আগামী এক মাসের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি করে কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গাংনী পৌর বিএনপির সম্পাদক গ্রেফতার

গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেনে মেঘলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মকবুল হোসেন গাংনী বাস্ট্যান্ডপাড়া এলাকার মৃতু ওয়াজ উদ্দীনের ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গাংনী বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত একটি মামলায় মকবুল হোসেন মেঘলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মকবুল হোসেনকে মেঘলাকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আয়োজনে রজব আলী সুপার মার্কেটে বিএনপির পার্টি অফিসে এ প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোঃ

সফিকুল ইসলাম পিটু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সরদার নুরুজ্জামান।

এসময় প্রধান অতিথি বলেন দ্রব্য মুল্যের উর্ধগতির বাজারে যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেরেছে তাতে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। দেশের সাধারণ মানুষ আর এই ভোট চোর সরকারকে চাইনা। জনগণ এই সরকারের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই এখনো সময় আছে আপনারা সংশধন হন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে ছাড়া এই বাংলায় আর ভোট চুরি করে ক্ষমতায় আসা যাবেনা। তানাহলে এদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ভোট চোরদের প্রতিহত করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনিরুল ইসলাম মনির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক এম, আরজ আলী শান্ত,স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার নূর আমিন লালন, সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিম ইফতেখারুল হক।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক এম এ তালহা’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শহিদুজ্জামান বিলাস, সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান, যুগ্ন সম্পাদক মঞ্জুরুল জাহিদ, যুগ্ন সম্পাদক হামিদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম হাসান টুটুল। জীবননগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আবু তালেব, সদস্য সচিব এখলাছুর রহমান রাসেল, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আসরাফ হোসেন, সদস্য সচিব সুমন বিশ্বাস, দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, দর্শনা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক নূরে আলম সিদ্দিকী, পৌর আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এস এম হাসান, সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রাজা, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রুবেল হাসান, সদস্য সচিব বিদ্যুৎ

হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইমদাদুল হক, পৌর আহ্বায়ক কামরুল হাসান সহ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা,আলমডাঙ্গা উপজেলা, দামুড়হুদা উপজেলা ও জীবননগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।